কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

কুমিল্লা-৩৫০৬

ফোন: ০২৩৩৪৪১১১৪৫, মোবাইল: ০১৭৯০-৯৭৭৪৯৭, ই-মেইল: registrar@cou.ac.bd, website: www.cou.ac.bd

স্মারক কু:বি:/তথ্য ও জন./প্রে.বি/২০০৯/৪৪১ তারিখ: ২৬/০২/২০২৪ খ্রি.

‘কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গেস্টহাউজ কুক্ষিগত রাখা’ প্রসঙ্গে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

সম্প্রতি কয়েকটি পত্রিকা ও অনলাইন মাধ্যমে ‘কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গেস্টহাউজ উপাচার্য কর্তৃক কুক্ষিগত করে রাখা’, ‘উপাচার্যের দখলদারিত্ব মুক্ত করা’ প্রভৃতি শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। একটি আবেদনকে উদ্ধৃতি করে সংবাদে প্রকাশিত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এসব সংবাদের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চায়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গেস্টহাউজ দখল কিংবা কুক্ষিগত করে রাখেননি। বরং তিনি গেস্টহাউজকে নিয়মশৃঙ্খলার মাধ্যমে পরিচালনা করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায় প্রথমে গেস্টহাউজকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হয়। এ কারণে কয়েকদিন গেস্টহাউজ বন্ধ রাখা হয়। এরপর একটি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সংশ্লিষ্টদের গেস্টহাউজ ব্যবহারের ব্যাপারে একটি কার্যকর নিয়ম করা হয়। অথচ গেস্টহাউজকে কেন্দ্র করে হঠাৎ করে উপাচার্যের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ অবান্তর ও দুঃখজনক।

সংবাদে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয় যে, উপাচার্য গেস্টহাউজের চাবি নিজের দখলে রেখেছেন। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো প্রয়োজন যে, গেস্টহাউজের চাবি দুইটি। একটি চাবি থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেট অফিসে। অপরটি থাকতো গেস্টহাউজে কর্মরত কর্মচারীর কাছে। বর্তমানে নিয়ম অনুসরণ করে তা অভ্যর্থনা কক্ষে রাখা হয়েছে। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কেউ অভ্যর্থনা কক্ষ থেকে চাবি সংগ্রহ করে গেস্টহাউজ ব্যবহার করতে পারবেন। এ নিয়মের কারণে গেস্টহাউজ ব্যবহারে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। সুতরাং গেস্টহাউজের চাবি উপাচার্যের কুক্ষিগত বা নিজ দখলে রাখার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

অতএব এতে স্পষ্ট যে, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গেস্টহাউজ উপাচার্য কোনোভাবেই কুক্ষিগত বা দখল করেননি। কুক্ষিগত ও দখলের কোনো প্রশ্নই আসে না কিংবা প্রয়োজনও পড়ে না। কারণ, মাননীয় উপাচার্য সপ্তাহে প্রায় ২৪ ঘণ্টাই ক্যাম্পাসে অবস্থান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সভা বা জরুরি কাজ থাকলে তিনি তা গেস্টহাউজে সম্পন্ন করেন এবং প্রায় সময় ওইদিনই ক্যাম্পাসে ফিরে আসেন। তাছাড়াও, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ নিয়মিত গেস্টহাউজ ব্যবহার করছেন বলে রেজিস্ট্রার অফিসে তথ্য রয়েছে। সুতরাং কুক্ষিগত ও দখলদারিত্ব সংক্রান্ত সংবাদটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

অতএব আপনার পত্রিকায়/অনলাইন মাধ্যমে এই প্রতিবাদলিপি প্রকাশের জন্য অনুরোধ করছি।

(মোহাম্মদ এমদাদুল হক)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা

অনুলিপি:

১. পিএস টু ভিসি (উপাচার্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), কুবি।
২. পিএস টু প্রো-ভিসি (প্রো-ভিসি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), কুবি।
৩. পিএ টু ট্রেজারার (ট্রেজারার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), কুবি।
৪. সংশ্লিষ্ট নথি